প্রিয়জনকে হারানো

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية يؤدي إلى راحة البال

প্রিয়জনকে হারানো

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

প্রিয়জনকে হারানো

প্রথম সংস্করণ। 4 মে, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

মৃত্যু একটি অনিবার্য সত্য যা সমগ্র সৃষ্টি অনুভব করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 185:

"প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে..."

আল্লাহ মানবজাতিকে এই বাস্তবতা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে অনেক কিছু রেখেছেন। এই লক্ষণগুলির মধ্যে একটি হল যখন প্রিয়জন মারা যায়। একজন প্রিয়জনের হারানো নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতি এবং শুধুমাত্র যিনি এটি অনুভব করেছেন তিনিই একজন ব্যক্তির জীবনে এর প্রভাব বুঝতে পারেন। ইসলাম প্রতিটি বিষয়ে মোকাবিলার উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছে। অতএব, এই বইটি এমন কিছু উপায় নিয়ে আলোচনা করবে যা একজন প্রিয়জনকে হারানোর সাথে মোকাবিলা করতে সহায়তা করতে পারে। এই শিক্ষার উপর কাজ করা একজন মুসলিমকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 4 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

প্রিয়জনকে হারানো

প্রিয়জনকে হারানোর সময় গ্রহণ করা সবচেয়ে কঠিন বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল ধৈর্য। কিন্তু এই শিক্ষার মাধ্যমে জোর দেওয়া হয়েছে ইসলামের একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে অধৈর্য হয়ে ইতিহাস বদলাবে না। যা হয়েছে তা কারো আচরণ দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না। একজন ব্যক্তি যিনি একজন প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তারা ধৈর্যশীল বা অধৈর্য হোক না কেন এই ক্ষতিটি অনুভব করবেন। যদি তারা অধৈর্য হয় তবে তারা তাদের প্রিয়জনকে হারিয়ে ফেলবে এবং ধৈর্যের সাথে আসা অসংখ্য পুরষ্কার হারিয়ে ফেলবে। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

উপরন্তু, তারা তাদের আচরণ দ্বারা মহান আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করতে পারে। অন্যদিকে, যদি কেউ ধৈর্য প্রদর্শন করে তবে তারা এখনও তাদের প্রিয়জনের মৃত্যু অনুভব করবে তবে তারা একটি অগণিত পুরস্কারও পাবে। সুতরাং যে কোনও উপায়ে একজন ব্যক্তি প্রিয়জনের মৃত্যু অনুভব করবেন তবে তাদের অবশ্যই বেছে নিতে হবে কোন পথটি হাঁটতে হবে: পুরষ্কার বা আরও কষ্টের একটি। এটি সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের সাথে সংযুক্ত, যা পরামর্শ দেয় যে একজন মুমিনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আশীর্বাদ হতে পারে। যদি কেউ কষ্টের সময় ধৈর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা দেখায় তবে তারা সর্বদা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে পরিবেষ্টিত থাকবে ।

উপরন্তু, একজনকে সর্বদা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসটি মনে রাখতে হবে , যা সহীহ বুখারি, 6424 নম্বরে পাওয়া যায়। এটি পরামর্শ দেয় যে যখন কেউ একজন প্রিয়জন হারানোর জন্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করে। তাদের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই হবে না।

যদিও, প্রিয়জনের হারানো অত্যন্ত কঠিন, একজনকে সর্বদা মহান আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত, তিনি কখনই কাউকে তার থেকে বেশি বোঝা বহন করেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

মৃত্যু একটি বাস্তবতা যা প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত। এটি স্থগিত করা যাবে না বা গতি বাড়ানো যাবে না এবং এই সত্যটি বোঝা একজনকে মেনে নিতে সাহায্য করতে পারে যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাদের প্রিয়জনের মৃত্যু অনিবার্য ছিল। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 145:

"এবং আল্লাহর হুকুম ব্যতীত একজনের মৃত্যু [সম্ভব] নয় যে একটি নির্ধারিত ফরমানে..."

অতএব, অপরিবর্তনীয় বিষয়ের জন্য অধৈর্য দেখানোর কোনো মানে হয় না এবং কখনো কারো উপকার হবে না।

আরেকটি জিনিস যা একজন ব্যক্তিকে ধৈর্য অবলম্বন করতে উত্সাহিত করে তা হল বুঝতে হবে যে তাদের প্রিয়জন এই অস্থায়ী বিশ্বের চেয়ে অনেক ভাল কিছুতে চলে গেছে। হ্যাঁ, মানুষ গ্যারান্টি দিতে পারে না কে জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তবে সর্বদা মহান আল্লাহর অসীম রহমত ও ক্ষমার আশা রাখা ইসলামের একটি শিক্ষা। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 53:

"বলুন, হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর সীমালংঘন করেছে [পাপ করে], আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেন..."

মহান আল্লাহর অসীম করুণা ও ক্ষমাকে সীমাবদ্ধ করার অধিকার কারো নেই। অতএব, সর্বদা আশা করা উচিত যে মহান আল্লাহ তাদের প্রিয়জনকে ক্ষমা করবেন এবং বিচারের দিন তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অতএব, একজনকে জড়জগতের অসুবিধাগুলি নিয়ে চিন্তা করা উচিত এবং সন্তুষ্ট হওয়া উচিত যে তাদের প্রিয়জন তাদের থেকে পালিয়ে এসেছে এবং মহান আল্লাহর রহমতে পৌঁছেছে। শৈশবে যারা মারা গেছে তাদের ক্ষেত্রে এই মনোভাব আরও স্পষ্ট এবং সুস্পষ্ট কারণ কোন সন্দেহ নেই যে সমস্ত শিশু সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটি অনেক জায়গায় নিশ্চিত করা হয়েছে যেমন সহীহ বুখারি, 7047 নম্বরে পাওয়া হাদীস।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারি, 1302 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, বিপদের শুরু থেকেই প্রকৃত ধৈর্য দেখানো হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে প্রিয়জনকে হারানোর বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া সবার সাথেই ঘটে। এটি গ্রহণযোগ্যতা সত্য ধৈর্য নয়।

ইসলামে একটি সাধারণ ভুল ধারণার সমাধান করা গুরুত্বপূর্ণ। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা অনুমোদিত নয়। এটি ভুল কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সময় কেউ মারা গেলে কেঁদেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (আঃ) মারা গেলে তিনি কেঁদেছিলেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 3126 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে কারো মৃত্যুতে কান্না করা রহমতের নিদর্শন যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে স্থাপন করেছেন। এবং শুধুমাত্র যারা অন্যদের প্রতি দয়া দেখায় তাদের উপর মহান আল্লাহ রহমত প্রদর্শন করবেন। সহীহ বুখারী, 1284 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরামর্শ দিয়েছেন। এই একই হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাতির জন্য ক্রন্দন করেছিলেন। যারা মারা গিয়েছিল।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কেঁদেছিলেন যখন তাঁর একজন সাহাবী, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, মৃত্যুর সন্নিকটে ছিলেন এবং সহীহ মুসলিম, 2137 নম্বরে পাওয়া এই হাদিসে স্পষ্টভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, একজন ব্যক্তি তা করবে না। কারো মৃত্যুতে কান্নাকাটি করা বা তাদের হৃদয়ে তারা যে শোক অনুভব করে তার জন্য শাস্তি পান। কিন্তু তারা শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে যদি তারা মহান আল্লাহর আদেশের প্রতি তাদের অধৈর্যতা প্রদর্শন করে এমন শব্দ উচ্চারণ করে।

এটা স্পষ্ট যে, কারো হৃদয়ে দুঃখ অনুভব করা বা চোখের জল ফেলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। যে জিনিসগুলি নিষিদ্ধ তা হল কান্নাকাটি করা এবং কথা বা কাজের মাধ্যমে নিজের অধৈর্যতা প্রদর্শন করা, যেমন দুঃখে কারো কাপড় ছিঁড়ে ফেলা। যারা এ ধরনের কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি রয়েছে। অতএব, যে কোনও মূল্যে এই কর্মগুলি এড়ানো উচিত। এইভাবে কাজ করার জন্য একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে না, তবে যদি মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করে এবং অন্যদেরকে এইভাবে কাজ করার আদেশ দেয় তবে তারাও জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি এটা না চায় তাহলে তারা কোনো জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত। জামি আত তিরমিযী, 1006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা বোঝা সাধারণ জ্ঞান যে মহান আল্লাহ অন্যের কাজের কারণে কাউকে শাস্তি দেবেন না যখন পূর্ববর্তী ব্যক্তিটি তাদের সেভাবে কাজ করার পরামর্শ দেয়নি।

আরেকটি জিনিস যা সাহায্য করতে পারে তা হল মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। তাদের ট্র্যাজেডি মোকাবেলায় ধৈর্যের জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনা করা উচিত যাতে তারা একটি অগণিত পুরস্কার পেতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 156 থেকে 157:

"যখন তাদের উপর বিপদ আসে, তখন বলে, "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাব।" তারাই যাদের উপর তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে। আর তারাই [সঠিক] পথপ্রাপ্ত।"

সুনানে ইবনে মাজাহ, 1447 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন, নিজের জন্য, মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে এবং মহান আল্লাহর কাছে তাদের ক্ষতির পরিবর্তে আরও ভাল কিছু দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। . এটি উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমতের অন্তর্ভুক্ত।

মৃত ব্যক্তির জন্য যতবার সম্ভব দুআ করা উচিত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস থেকে প্রমাণিত যে এটি তাদের উপকার করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 41:

"হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করুন যেদিন হিসাব কায়েম হবে।"

এবং অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 10:

"... বলা হচ্ছে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন যারা ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী..."

পরিশেষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুনানে আবু দাউদ, ২৮৮০ নং এর মত হাদীসে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তাদের মৃত পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানের দোয়া কবুল হয়।

আর একটি জিনিস যা একজন মুসলিমের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারে যখন কোন প্রিয়জন এই পৃথিবী থেকে চলে যায় তা হল মৃত ব্যক্তি তাদের সাথে যে কোন অন্যায় করে থাকতে পারে তাকে আন্তরিকভাবে ক্ষমা করা। এটি শোককারীর জন্য রহমত ও ক্ষমার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় কারণ মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন যারা তাঁর জন্য অন্যদের ক্ষমা করে। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

যখন কেউ এই মনোভাব অবলম্বন করে তখন আশা করা যায়, মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের ক্ষতি মোকাবেলা করার শক্তি প্রদান করবেন যাতে তারা অগণিত পুরস্কার অর্জন করে।

একইভাবে, মৃত ব্যক্তির দ্বারা অন্যায় করা অন্যদেরও কিয়ামত আসার আগে তাদের ক্ষমা করতে উত্সাহিত করা উচিত। শেষ দিনটি ন্যায়বিচারের দিন হওয়ায় সমস্ত অন্যায় মহান আল্লাহ তায়ালা ঠিক করে দেবেন। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্যের সাথে অন্যায় করেছে যদি তারা তাদের শিকারের কাছ থেকে ক্ষমা না পায় তবে তারা তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে তাদের পাপ গ্রহণ করবে যতক্ষণ না ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

কেউ তার প্রিয়জনের রেখে যাওয়া ঋণ শোধ করতে পারে এবং করা উচিত কারণ এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা বিচার দিবসে সমাধান করা হবে। সকলেই শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত আছেন তবুও তাদের ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মাফ হবে না। এটি সহীহ মুসলিম, 4880 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানেরও জানাযার ব্যবস্থা এবং ফি দিয়ে সাহায্য করার মাধ্যমে আরও আশীর্বাদ এবং মহান আল্লাহর সাহায্য লাভ করা উচিত। এটি কেবল আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে না যা একজন মুসলিমকে তাদের দুঃখের মুহূর্তে শক্তিশালী করবে তবে এটি তাদের প্রিয়জনের মৃত্যু থেকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়।

আরেকটি জিনিস যা সাহায্য করতে পারে তা হল সেই কাজগুলি করা যা মৃত ব্যক্তির উপকার করার জন্য বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, 2770 নম্বর, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান করা তাদের উপকার করে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে একটি শিশু তাদের মৃত পিতামাতার জন্য ক্ষমা চাওয়া তাদের উপকার করবে। এবং যখন এটি আন্তরিকভাবে করা হয় তখন এটি শিশুর জন্যও অনেক স্বস্তি প্রদান করে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 3681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্যদের উপকারে আসে এমন কোনো দাতব্য কাজ তাদের উপকারে আসবে। তাই একজন মুসলমানের উচিত আকার নির্বিশেষে এই কাজগুলো করার জন্য সচেষ্ট হওয়া। একজনকে কখনই কোনও কাজকে খুব ছোট মনে করা উচিত নয় কারণ মৃত ব্যক্তি অবশ্যই যে কোনও আকারের কাজের প্রশংসা করবে।

অবশেষে, এমন একটি জিনিস যা একজন ব্যক্তিকে উপকৃত করতে পারে যেটি একজন প্রিয়জনের ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা তাদের নিজের মৃত্যুকে প্রতিফলিত করে। এটি একটি আনন্দদায়ক কাজ নাও হতে পারে তবে এটি নিঃসন্দেহে উভয় জগতে তাদের উপকার করবে কারণ একজনের চরিত্রকে আরও ভালভাবে পরিবর্তন করার চাবিকাঠি হল আত্ম-প্রতিফলন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, মুসলিমরা আরবি ভাষা বোঝে না তাই এর সাথে সম্পর্কিত সৎ কাজগুলি সম্পাদন করা, যেমন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটিকে আরও ভাল করার জন্য পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে সামান্য প্রভাব ফেলে। অন্যের মৃত্যু থেকে শিক্ষা নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ যাতে কেউ নিজের মৃত্যুর জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, তাদের প্রিয় মানুষ যেভাবে একা একা এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিল, সেভাবেই তারাও চলে যাবে। একজন ব্যক্তির পরিবার এবং সম্পদ তাদের কবরে রেখে যাবে যখন তাদের সাথে কেবল তাদের আমল থাকবে। এটি সহীহ মুসলিম, 7424 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাদের এমন একটি সময়ে পৌঁছানোর আগে একজনকে এখনই চিন্তা করা উচিত যখন তাদের কাজের প্রতিফলন তাদের উপকারে আসবে না। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম - সেই দিন, মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, কী উপকার হবে] স্মরণ হবে?"

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক: https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন: https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন: http://shaykhpod.com/subscribe